আশুরার দিনে রোজা রাখা

ইহুদি খ্রিষ্টানদের সুন্নাহ

লেখকঃ
আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী

আশুরার দিনে রোজা রাখা

ইহুদি খ্রিষ্টানদের সুন্নাহ

লেখকঃ আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী

ভূমিকা

আশুরার দিনকে কেন্দ্র করে রোজা রাখার প্রচলন মুসলিম সমাজে দীর্ঘদিনের একটি আমল। কিন্তু এই রোজার ঐতিহাসিক উৎস, রাসুলুল্লাহ -ﷺএর নির্দেশ এবং ইহুদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে এর সম্পর্ক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন রয়েছে।

এই গ্রন্থে কুরআন, হাদিস ও ইতিহাসের আলোকে আশুরার রোজার প্রচলন এবং এর পেছনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে—আশুরার রোজা কি রাসুলুল্লাহ -ﷺএর স্বতন্ত্র সুন্নাহ, নাকি পূর্ববর্তী ইহুদি ঐতিহ্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে?

গ্রন্থটির উদ্দেশ্য কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা নয়; বরং প্রচলিত একটি আমলকে দলিলের আলোকে যাচাই করা এবং পাঠককে কুরআন, সুন্নাহ ও ইতিহাসের তথ্য নিজের বিবেচনায় পর্যালোচনা করার সুযোগ করে দেওয়া। যারা আশুরার রোজা পালন করেন, তাঁদের জন্যও এই গবেষণা বিষয়টি নতুনভাবে চিন্তা ও যাচাই করার একটি সুযোগ তৈরি করবে।

■সনান নাদায়ী হাদীসঃ৫০৭৩

أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ»

ইব্‌ন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দাড়ি-চুলের শুভ্রতাকে পরিবর্তন কর, আর ইয়াহূদের অনুকরণ করো না।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

■মিশকাতুল মাসাবীহ হাদিসঃ৪৪৫৫।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تشبَّهوا باليهودِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা (খিযাব দ্বারা) বার্ধক্যকে পরিবর্তন করে দাও এবং ইয়াহূদীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করো না (অর্থাৎ- তারা দাড়ি চুলে খিযাব ব্যবহার করে না)। (তিরমিযী)[1]

■সহীহ বুখারী (তাঃপাঃ) হাদীসঃ২০০৪।

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় আগমন করে দেখতে পেলেন যে, ইয়াহুদীগণ ‘আশুরার দিনে সওম পালন করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ কি ব্যাপার? (তোমরা এ দিনে সওম পালন কর কেন?) তারা বলল, এ অতি উত্তম দিন, এ দিনে আল্লাহ তা’আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর কবল হতে নাজাত দান করেন, ফলে এ দিনে মূসা (আ) সওম পালন করেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমি তোমাদের অপেক্ষা মূসার অধিক

নিকটবর্তী, এরপর তিনি এ দিনে সওম পালন করেন এবং সওম পালনের নির্দেশ দেন।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

■সহীহ মুসলিম (হাঃএকাঃ) হাদিসঃ২৫৩৮

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ دَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ادْنُ إِلَى الْغَدَاءِ ‏.‏ فَقَالَ أَوَلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ قَالَ وَهَلْ تَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرِكَ ‏.‏ وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ تَرَكَهُ ‏.

‘আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি বলেন, আশ’আস ইবনু ক্বায়স (রাঃ) ‘আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকট গেলেন। তখন তিনি দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, হে আবূ মুহাম্মাদ! তুমি খাওয়ার জন্য কাছে এসো। তিনি বললেন, আজ কি ‘আশূরার দিন নয়? তিনি বললেন, তুমি কি জান ‘আশূরা দিন কী? আশ’আস (রাঃ) বললেন, সে আবার কী? তিনি বললেন, রমাযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে এ দিন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিয়াম পালন করতেন। যখন রমাযানের সিয়াম ফরয হ’ল তখন তা ছেড়ে দেয়া হ’ল।

রাবী আবূ কুরায়ব (রাঃ) (আরবী) এর স্থলে (আরবী) বলেছেন। (ই.ফা. ২৫১৫, ই.সে. ২৫১৪)

হাদিসের মানঃ সহিহ হাদিস

❑ আশুরার দিনে রোযা রাখা

আশুরার দিনে রোযা রাখাকে অনেক মুসলমান একটি সুন্নাহ ইবাদত মনে করে পালন করে থাকেন। তবে এই আমলটির ঐতিহাসিক পটভূমি, হাদীসের সূত্র, এবং এর শরয়ী ভিত্তি নিয়ে গঠনমূলক সমালোচনার অবকাশ রয়েছে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সা.)

মদিনায় এসে ইহুদিদেরকে আশুরার রোযা রাখতে দেখেন এবং বলেন, "আমরা মূসার জন্য তাদের চাইতে অধিক হকদার।" এই বক্তব্য থেকে প্রশ্ন ওঠে: একটি পূর্ববর্তী ধর্মের প্রথাকে গ্রহণ করা কি ইসলামি শরীয়তের মূলনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ?

আবার, হাদীসেও এসেছে যে রমযানের রোযা ফরজ হওয়ার পর আশুরার রোযা 'ঐচ্ছিক' বা নফল হিসেবে রয়ে যায় (সহীহ মুসলিম ১১২৫)। তাহলে এর ওপর এত গুরুত্ব আরোপের যৌক্তিকতা কী? অনেক হাদীস বিশারদ মত দেন যে, আশুরার রোযা রাখা নবীজির যুগে সাময়িকভাবে প্রচলিত ছিল,

কিন্তু পরে এর প্রয়োজনীয়তা বা আলাদা মর্যাদা শরীয়ত থেকে তুলে নেওয়া হয়।

এই প্রেক্ষাপটে আশুরার রোযাকে স্থায়ী একটি ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করা কতটা সঙ্গত — সেটি একটি বৈধ সমালোচনার বিষয়। এ ছাড়া, এই আমলের আধুনিক পুনরুজ্জীবন অনেকাংশেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট উপেক্ষা করে আবেগনির্ভর চর্চার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই প্রবন্ধে আমরা আশুরার রোযার ভিত্তি, প্রসঙ্গ এবং এর শরয়ী গ্রহণযোগ্যতা সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করব।

❑ সমসাময়িক যুগের একজন প্রখ্যাত সালাফি আলেম ছিলেন মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন

আলবানী। আশুরার রোযা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন:"

▪তামাম উল মিনাহ -আলবানি,পৃঃ৪১২।

عن المجد اللغوي أنه قال :

ما يروى في فضل صوم يوم عاشوراء، والصلاة فيه، والإنفاق، والخصاب والادهان، والاكتحال بدعة ابتدعها قتلة الحسين رضي الله عنه.

"আল-মাজদ আল-লুগভী বলেনঃ

আশূরার রোযা, ঐ দিনে নামায, খরচ করা, চুল রঙ করা ও তেল ব্যবহার করা, চোখে সুরমা দেওয়া—এসবের ফযীলত সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, তা একটি বিদআত; যা হুসাইন (রাঃ) -এর হত্যাকারীরা প্রবর্তন করেছে।"

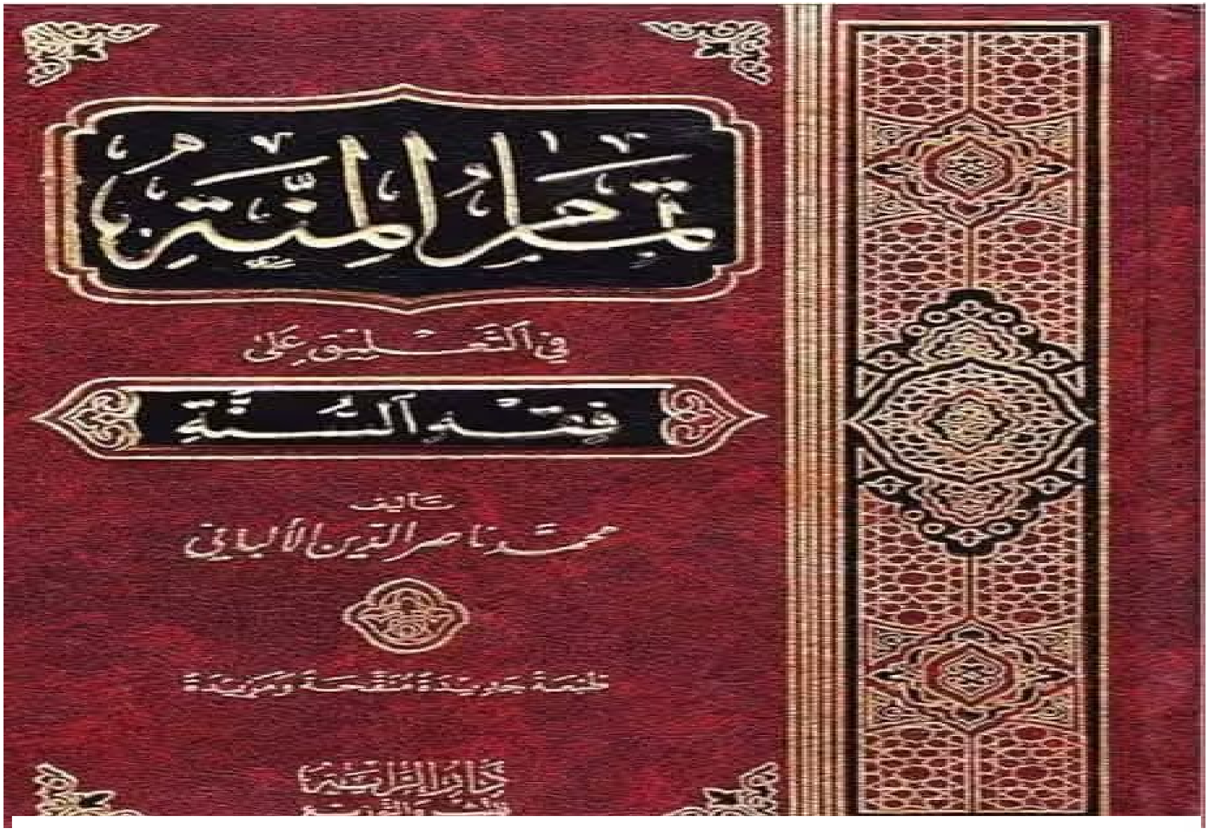

تمام المنة

في التعليق على

« فقه السنة »

تأليف

محمد ناصر الدين الألباني

طبعة جديدة منقحة ومزيدة

دار الراية
للنشر والتوزيع

الممكن أن يكونوا من أعداء الحسين رضي الله عنه، الذين وضعوا الأحاديث في فضل الإطعام، والاكتحال، وغير ذلك يوم عاشوراء؛ معارضة منهم للشيعة الذين جعلوا هذا اليوم يوم حزن على الحسين رضي الله عنه؛ لأن قتله كان فيه. ولذلك جزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن هذا الحديث كذب، وذكر أنه سئل الإمام أحمد عنه، فلم يره شيئاً، وأيد ذلك بأن أحداً من السلف لم يستحب التوسعة يوم عاشوراء، وأنه لا يعرف شيء من هذه الأحاديث على عهد القرون الفاضلة، وقد فصل القول في هذا في «الفتاوى» (٢ / ٢٤٨ ـ ٢٥٦)، فراجعه، وقد نقل المناوي عن المجد اللغوي أنه قال:

«ما يُروى في فضل صوم يوم عاشوراء، والصلاة فيه، والإنفاق، والخضاب، والادهان، والاكتحال، بدعة ابتدعها قتلة الحسين رضي الله عنه».

قوله تحت عنوان: صيام أكثر شعبان: «وعن أسامة قال: قلت: يا رسول الله! لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذلك شهر يغفل الناس عنه ...». رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن خزيمة».

قلت: تبع المؤلف في عزوه لأبي داود الحافظ في «الفتح»، والصنعاني في «سبل السلام»، والشوكاني في «نيل الأوطار»، وهو وهم منهم جميعاً تابعوا عليه، فليس هو عند أبي داود، وإنما له عن أسامة حديث آخر في صوم الاثنين والخميس، ولذلك اقتصر المنذري في «الترغيب»، والحافظ في «تبيين العجب بما ورد في فضل رجب» على عزوه للنسائي فقط، وكذلك النابلسي في «الذخائر»، ثم الحديث إسناده عند النسائي حسن.

PDF লিংকঃ

https://archive.org/details/Raj3elsadBookTamam_201505

▪ফাত আল কাদির শারাহ আল জামিয়া আল সগীর, খন্ডঃ৬, পৃঃ২৩৬।

লেখকঃ আবদুল রউফ আল মানায়ী (৯৫২-১০৩১ হিঃ)[মাযহাব: শাফেয়ী]

وقال المجد اللغوى ما يروى في فضل صوم يوم عاشوراء والصلاة فيه والاتفاق والخضاب والادهان والاكتحال بدعة ابتدعها قتلة الحسين رضى الله عنه

"মাজদ লুগাভী (একজন ভাষাবিদ) বলেছেন: আশুরার দিনের রোজার ফজিলত, ওই দিনে নামাজ আদায়, ঐক্য প্রকাশ, খেজাব (চুলে রঙ করা), তেল লাগানো ও চোখে সুরমা

দেয়া—এসব যা বর্ণিত হয়েছে, তা সবই বিদআত, যা হযরত হুসাইন (র.আ.)-এর হত্যাকারীরা উদ্ভাবন করেছে।"

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive

https://share.google/PqTtkqUFnQRspM40i

▪কিতাব আল মওদুয়াত মিন আহাদিস আল মারফুয়াত, খন্ডঃ ২, পৃঃ১৯৯।

লেখকঃ ইমাম ইবনে জাওযি

قد تمذهب قوم من الجهال بمذهب أهل السنة ، فقصدوا غيظ الرافضة ، فوضعوا أحاديث في فضل عاشوراء ، ونحن براء من الفريقين . وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصوم عاشوراء ، إذ قال : إنه كفارة

سنة ، فلم يقنعوا بذلك حتى أطالوا وأعرضوا وترقوا في الكذب .

"একদল জাহিল (মূর্খ) লোক আহলুস সুন্নাহর মতবাদ গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ছিল রাফেজীদের (শিয়াদের) উপর রাগ ও প্রতিশোধ নেওয়া। তাই তারা আশূরার ফজিলত সম্পর্কে জাল হাদীস তৈরি করে। অথচ আমরা উভয় দলের (জাল হাদীস বানানো জাহিল ও রাফেজী) থেকেই নিরপরাধ।

এটা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আশূরার রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন: 'এটি এক বছরের গুনাহের কাফফারা।' কিন্তু

فيض القدير

شرح الجامع الصغير

للعلامة المناوى

وهو شرح نفيس للعلامة المحدث

محمد المدعو بعبد الرؤف المناوى

على كتاب «الجامع الصغير» من أحاديث البشير النذير

للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى

نفعنا الله بعلومهما

الجزء السادس

صححت هذه الطبعة وقوبلت على عدة نسخ من أصحها نسخة نفيسة مخطوطة فى سنة ١٠٩٢ ه
وعلق عليها تعليقات قيمة نخبة من العلماء الأجلاء

جميع حقوق التعليق والنقل محفوظة

تنبيه : قد جعلنا متن الجامع الصغير بأعلى الصفحات ، والشرح بأسفلها مفصولا بينهما بجدول
ولتمام الفائدة قد ضبطنا الأحاديث بالشكل الكامل

١٣٩١ ه — ١٩٧٢ م

الطبعة الثانية

دار المعرفة
للطباعة والنشر
بيروت - لبنان

٩٠٧٦ — مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ - (ن ك) عن ابن عمر - (ح)

٩٠٧٧ — مَنْ وَضَعَ الْخَمْرَ عَلَى كَفِّهِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ دَعْوَةٌ ، وَمَنْ أَدْمَنَ عَلَى شُرْبِهَا سُقِيَ مِنَ الْخَبَالِ - (طب) عن ابن عمر - (ح)

٩٠٧٨ — مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فَأَصَابَهُ جُذَامٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ - (طس) عن أبي هريرة - (ح)

فكان ذلك يوم التوسعة والزيادة فى وظائف المعاش فيسن زيادة ذلك فى كل عام ذكره الحكيم وذلك مجرب للبركة والتوسعة قال جابر الصحابى جربناه فوجدناه صحيحا وقال ابن عيينة جربناه خمسين أو ستين سنة وقال ابن حبيب أحد أئمة المالكية.

لا تنس ينسك الرحمن عاشورا ... واذكره لازلت فى الأخبار مذكورا
قال الرسول صلاة الله تشمله ... قولا وجدنا عليه الحق والنورا
من بات فى ليل عاشوراء ذا سعة ... يكن بعيشه فى الحول مجبورا
فارغب فديتك فيما فيه رغبنا ... خير الورى كلهم حيا ومقبورا

قال المؤلف فهذا من هذا الإمام الجليل يدل على أن للحديث أصلا (طس) عن عبد الوارث بن ابراهيم عن على ابن أبى طالب البزار عن هيصم بن شداخ عن الأعمش عن ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال العقيلى الهيصم مجهول والحديث غير محفوظ (هب) من هذا الوجه (عن أبى سعيد) الخدرى ثم قال تفرد به هيصم عن الأعمش وقال ابن حجر فى أماليه اتفقوا على ضعف الهيصم وعلى تفرده به وقال البيهقى فى موضع أسانيده كلها ضعيفة وقال ابن رجب فى اللطائف لايصح إسناده وقد روى من وجوه أخر لايصح شىء منها ورواه ابن عدى عن أبى هريرة قال الزين العراقى فى أماليه وفى إسناده لين فيه حجاج بن نصير ومحمد بن ذكوان وسليمان بن أبى عبد الله مضعفون لكن ابن حبان ذكرهم فى الثقات فالحديث حسن على رأيه وله طريق آخر صححه ابن ناصر وفيه زيادة منكرة اه وتعقب ابن حجر حكم ابن الجوزى بوضعه وقال المجد اللغوى مايروى فى فضل صوم يوم عاشوراء والصلاة فيه والانفاق والخضاب والادهان والاكتحال بدعة ابتدعها قتلة الحسين رضى الله عنه وفى القنية للحنفية الاكتحال يوم عاشوراء لما صار علامة لبغض أهل البيت وجب تركه

(من وصل صفا) من صفوف الصلاة (وصله الله) أى زاد فى بره وصلته وأدخله فى رحمته (ومن قطع صفا) منها (قطعه الله) أى قطع عنه مزيد بره قال الحرالى والوصل التكملة مع المكمل شيئا واحدا (ن ك) فى الصلاة (عن ابن عمر) بن الخطاب ووهم من قال عمرو بن العاص قال الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبى

(من وضع الخمر على كفه) أى ليشربها أو ليسقيها غيره أو نحو ذلك ثم دعا (لم تقبل له دعوة ومن أدمن) أى داوم (على شربها سقى من الخبال) بفتح المعجمة وخفة الموحدة جاء فى خبر تفسيره بأنه عصارة أهل النار الفساد والجنون (طب عن ابن عمرو) بن العاص رمز لحسنه

(من وطئ امرأته وهى حائض) أى فى حال حيضها (فقضى) أى قدر (بينهما ولد) أى العلوق بولد منه فى تلك الحالة (فأصابه) أى الولد أو الواطئ (جذام فلايلومن إلا نفسه) لتسببه فيما يورثه فلايلوم الشارع لأنه قد حذره فلما علم الرجل أن وطء الحائض مؤذ شرعا وطبا وأقدم عليه فكأنه وطن نفسه على حصول الأذى فلا يلومن إلا نفسه (طس عن أبى هريرة) وفيه محمد بن السرى متكلم فيه ورواه عنه الديلمى أيضا

كتاب الموضوعات

للعلامة السلفي الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي

٥١٠ — ٥٩٧

الجزء الأول

ضبط

وتقديم وتحقيق

عبد الرحمن محمد عثمان

الناشر

محمد عبد المحسن

صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة

أحمد بن عبد الله الهروى حدثنا قطب بن وهب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صام آخر يوم من ذى الحجة وأول يوم من المحرم فقد ختم السنة الماضية وافتتح السنة المستقبلة بصوم جعل الله له كفارة خمسين سنة » .

الهروى هو الجويبارى ، ووهب ، كلاهما كذاب وضاع .

باب صوم تسعة أيام من أول المحرم

أنبأنا ظافر بن على الهمدانى أنبأنا أبو رجاء حمد بن أحمد التاجر حدثنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن الفضل حدثنا أبو زيد خالد بن النضر حدثنا إسماعيل بن عباد حدثنا سفيان بن حبيب عن موسى الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صام تسعة أيام من أول المحرم بنى الله له قبة فى الهوى ميلا فى ميل لها أربعة أبواب » .

هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابن حبان : موسى الطويل يروى عن أنس أشياء موضوعة لا يحل كتبها إلا على التعجب .

باب فى ذكر عاشوراء

قد تمذهب قوم من الجهال بمذهب أهل السنة ، فقصدوا غيظ الرافضة ، فوضعوا أحاديث فى فضل عاشوراء ، ونحن براء من الفريقين . وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصوم عاشوراء ، إذ قال : إنه كفارة سنة ، فلم يقنعوا بذلك حتى أطالوا وأعرضوا وترقوا فى الكذب .

فمن الأحاديث التى وضعوا : حدثنا أبو الفضل محمد بن ناصر من لفظه وكتابه مرتين قال أنبأنا أحمد بن الحسين بن قريش أنبأنا أبو طالب محمد بن على

তারা এতেও সন্তুষ্ট হলো না, বরং অতিরঞ্জিত করতে করতে মিথ্যাচারে লিপ্ত হলো।"

PDF লিংকঃ

Source: Internet Archive
https://share.google/LO48L1Kl6LulXjPLJ

🔶 **মন্তব্যঃ**

তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সত্য অনুসরণ নয়, বরং রাফেজী (শিয়া) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ। তারা হক বা বাতিলের চিন্তা না করে শুধু শত্রুতা ও বিদ্বেষ থেকেই কাজ করছিল।

যেহেতু শিয়ারা আশূরার দিনে (১০ মুহাররম) শোক পালন করে, তাই এই মূর্খ সুন্নী

দাবিদাররা এর বিপরীতে আশূরাকে মহা ফজিলতের দিন প্রমাণ করতে গিয়ে ভিত্তিহীন ও জাল হাদীস তৈরি করে।

▪আল তাওদিহ লি শারাহ আল জামি আল সহীহ খন্ড:১৩ পৃঃ৫৪২।

লেখকঃ ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন উমার ইবন আলী আশ্-শাফি'ঈ

عن المجد اللغوي أنه قال :ما يُروى في فضل صوم يوم عاشوراء، والصلاة فيه والإنفاق، والخضاب والادهان، والاكتحال بدعة ابتدعها قتلة الحسين رضي الله عنه

আল-মাজদ আল-লুগওয়া বলেন আশুরার দিবসে রোজা রাখার ফজিলত নামাজ আদায় করা অর্থ খরচ করা সুরমা লাগলো সুগন্ধি ব্যবহার করা চুল কালো করা ইত্যাদি

ফজিলত বর্ননা করা হয়েছে সব হোসাইন (আঃ) হত্যাকারীদের তৈরি করা জাল হাদিস

PDF লিংকঃ

Source: المكتبة الوقفية

https://share.google/34cNwR6iI0ljRBbtu

❑ বিদআতের পরিণতি।

▪ মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিসঃ ১৮৮।

وَعَنْ حَسَّانَ قَالَ مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِينِهِمْاِلَّا نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

হাসসান (ইবনু ‘আতিয়্যাহ্) (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিন বলেন, কোন জাতি যখনই দ্বীনের মধ্যে কোন বিদ‘আত সৃষ্টি করে, তখনই আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের থেকে সে পরিমাণ সুন্নাত উঠিয়ে নেন। ক্বিয়ামাত পর্যন্ত এ সুন্নাত আর তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয় না। [১]

ফুটনোটঃ

[১] সহীহ : দারিমী ৯৮।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

▪উপদেশ, হাদিসঃ ১৬৫।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَمَّا بَعْدُ
فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ

الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ. وَفِيْ نَسَائِي (وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ).

জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হামদ ও ছালাতের পর বলেন, 'নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ বাণী হ'ল আল্লাহর কিতাব এবং শ্রেষ্ঠ হেদায়াত হ'ল মুহাম্মাদের হেদায়াত। আর নিকৃষ্টতম কাজ হ'ল দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি এবং প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই হ'ল ভ্রষ্টতা' (মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১)। আর নাসাঈতে রয়েছে, 'প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণতি জাহান্নাম' (নাসাঈ হা/১৫৭৮)।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

⬇️

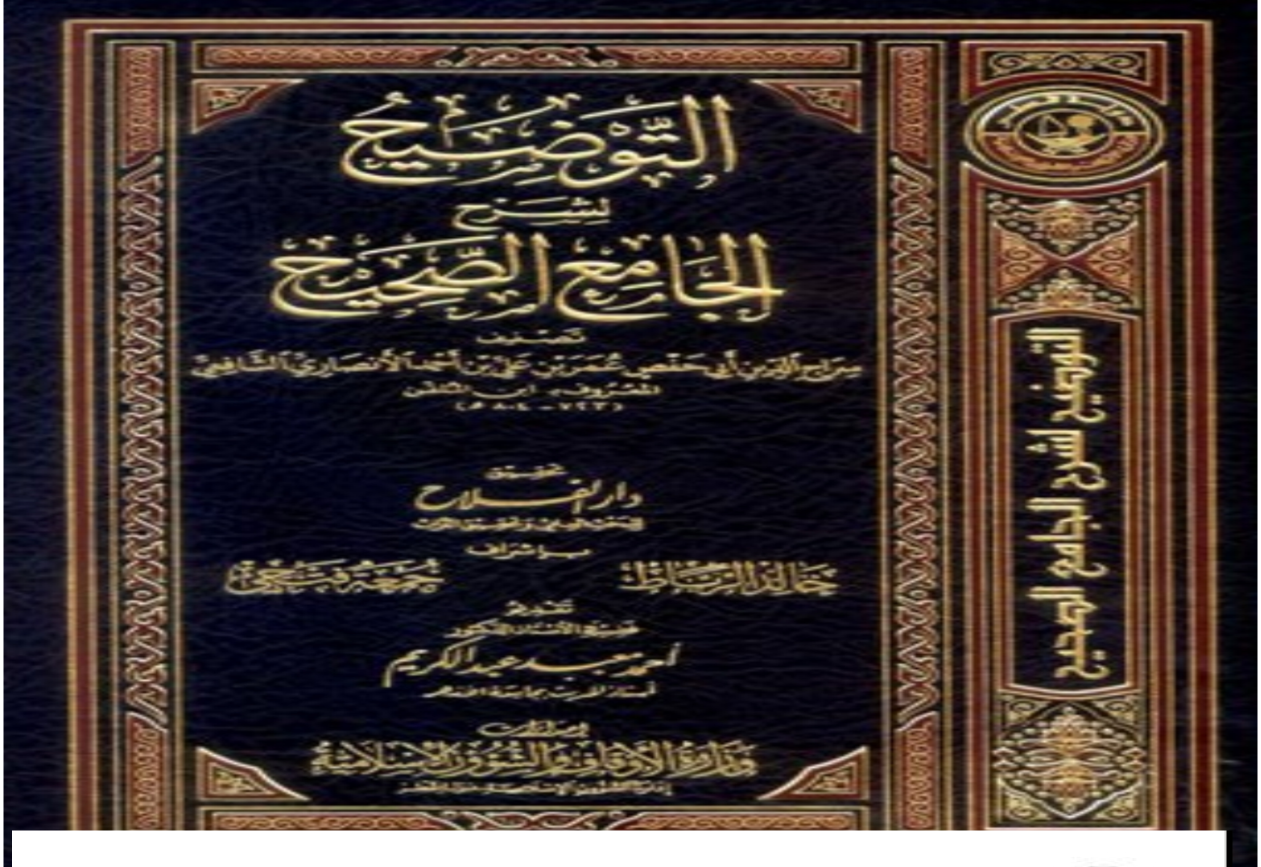

التوضيح

لشرح

الجامع الصحيح

تصنيف

سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي

المعروف بـ ابن الملقن

(٧٢٣ - ٨٠٤ هـ)

المجلد الثالث عشر

تحقيق

دار الفلاح

للبحث العلمي وتحقيق التراث

بإشراف

خالد الرباط — جمعة فتحي

تقديم

فضيلة الأستاذ الدكتور

أحمد معبد عبد الكريم

أستاذ الحديث بجامعة الأزهر

إصدارات

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

إدارة الشؤون الإسلامية - دولة قطر

al-tawdih li sharh

قال جابر وأبو الزبير وشعبة: جربناه فوجدناه كذلك(١).

وقاله يحيىٰ بن سعيد وابن عيينة أيضًا(٢)، ورواه الحافظ أبو موسى المديني في كتابه «فضائل الأيام والشهور». ثم قال: حديث حسن.

سادسها: سمي عاشوراء؛ لأنه عاشر المحرم كما سلف، أو لأنه عاشر كرامة أكرم الله بها هٰذِه الأمة، أو لأن الله أكرم فيه عشرة من الأنبياء بعشر كرامات.

سابعها: لأي معنى ٱستحب صوم التاسع؟ فقيل: لمخالفة أهل الكتاب في إفراد الصوم فعلىٰ هٰذا يسن لمن تركه صوم الحادي عشر، وقيل للاحتياط لعاشوراء؛ لاحتمال الغلط في أول المحرم فيكون

= قلت: لم يصب الشيخ سيد سابق- رحمه الله- في عزو القول الذي ذكره للسخاوي، وتبعه عليه الألباني، ولم ينتبها أن القول هو قول البيهقي، وإنما نقله السخاوي فقط عنه في «المقاصد» كما أسلفناه، فظنا أنه قول السخاوي والله أعلم.

ثم قال الألباني: فسائر طرق الحديث مدارها علىٰ متروكين أو مجهولين، ومن الممكن أن يكونوا من أعداء الحسين رضي الله عنه، الذين وضعوا الأحاديث في فضل الإطعام، والاكتحال، وغير ذلك يوم العاشوراء؛ معارضة منهم للشيعة الذين جعلوا هٰذا اليوم يوم حزن على الحسين رضي الله عنه؛ لأن قتله كان فيه. ولذلك جزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن هٰذا الحديث كذب، وذكر أنه سُئل الإمام أحمد عنه، فلم يره شيئًا، وأيد ذلك بأن أحدًا من السلف لم يستحب التوسعة يوم عاشوراء، وأنه لا يعرف شيء من هٰذِه الأحاديث علىٰ عهد القرون الفاضلة، وقد نقل المناوي عن المجد اللغوي أنه قال:

ما يُروىٰ في فضل صوم يوم عاشوراء، والصلاة فيه، والإنفاق، والخضاب، والادهان، والاكتحال، بدعة ٱبتدعها قتلة الحسين رضي الله عنه. اهـ «تمام المنة» ص: ٤١٠- ٤١٢.

(١) ذكرها ابن عبد البر في «الاستذكار» ١٠/ ١٤٠ (١٤٢٩٥- ١٤٢٩٦).

(٢) «شرح ابن بطال» ٤/ ١٤٥.

https://sunnah.com/nasai:1578

❑ বিদাআতের অনুসারীরা জাহান্নামের কুকুর

■কানজুল উম্মাল খন্ড-১ পৃঃ২২৩ হাদীসঃ১১২৫।

- أهل البدع . كلاب أهل النار . (قط في الافراد

"বিদআতের অনুসারীরা জাহান্নামের অধিবাসীদের কুকুর।"

সূত্র: (আল-কাত্তানী, আল-ইফরাদ)

PDF লিংকঃ

PDF লিংকঃ

https://archive.org/details/kanzul-ummal

■আস-সুন্নাহ, ইমাম আল-মারওয়াযি, পৃষ্ঠা ৯৪, হাদিস ৮৩

লেখকঃ ইমাম আল-মারওয়াযি,

حدثنا إسحاق (انبا) وكيع عن هشام بن الغاز أنه سمع نافعاً يقول : قال ابن عمر : كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا (٣) .

ইসহাক (রহ.) আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন: ওকী' আমাদের কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন,

তিনি হিশাম ইবনুল গাজ থেকে,

তিনি বলেন: তিনি নাফি'কে বলতে শুনেছেন:

"ইবন উমর (রাঃ) বলেছেন:

‘প্রত্যেক বিদআত (নতুন উদ্ভাবন) ভ্রষ্টতা, যদিও মানুষ তা ভালো এবং সঠিক মনে করে।

PDF লিংকঃ

https://images.app.goo.gl/R4TuWsGo3FDEsfdo8

❑ নাসিবি সম্প্রদায় এবং আশুরার দিনে আনন্দ প্রকাশ

আশুরার দিন, ১০ই মহররম, ইসলামের ইতিহাসে একদিকে কারবালার হৃদয়বিদারক ট্র্যাজেডির স্মারক, যেখানে ইমাম হুসাইন (আ.) ও তাঁর পরিবার জুলুমের শিকার হয়ে শহীদ হন। শিয়া মুসলিমরা এই দিনটিকে গভীর শোক ও স্মরণে পালন করেন। অপরদিকে, কিছু ঐতিহাসিক গোষ্ঠী, বিশেষ করে নাসিবি সম্প্রদায়, এই দিনটিকে আনন্দ ও বিজয়ের উপলক্ষ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

নাসিবিদের বৈশিষ্ট্য হলো আহলে বাইতের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ। তাদের কিছু অংশ আশুরার দিন ইমাম হুসাইনের (আ.) শাহাদাতের পরিবর্তে তথাকথিত বিজয়ের দিবস হিসেবে উৎসব পালন করেছে, যা

ঐতিহাসিকভাবে রাজনৈতিক ও মতবিরোধী বিদ্বেষেরই প্রতিফলন।

▪ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খন্ডঃ ১১ পৃষ্ঠাঃ৫৭৭।

লেখকঃ ইবনে কাসির

وقد عاكس الرافضة والشيعة يوم عاشوراء النواصب من أهل الشام ، فكانوا في يوم عاشوراء يطبخون الحبوب ويَغْتَسِلُون ويَتَطَيَّبون ويَلْبَسون أفخر ثيابهم، ويتخذون ذلك اليوم عيدا ، يصنعون فيه أنواع الأطعمة، ويُظهرون الشرور والفرح ؛ يُريدون بذلك عناد الروافض ومعاكستهم " .

"আর রাওফিজ ও শিয়া সম্প্রদায়রা আশুরার দিনে শামের নাওয়াসিব (যারা শিয়া বিরোধী)দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তারা

আশুরার দিনে শস্য রান্না করত, গোসল করত, সুগন্ধ ব্যবহার করত এবং তাদের সবচেয়ে ভাল কাপড় পরিধান করত। তারা ওই দিনকে একটি উৎসবের দিন হিসেবে গ্রহণ করেছিল, বিভিন্ন ধরনের খাবার প্রস্তুত করত এবং দুষ্টুমি ও আনন্দ প্রকাশ করত; এভাবে তারা রাওফিজদের বিদ্রোহ এবং বিরোধিতা করতে চেয়েছিল।"

PDF লিংকঃ

https://archive.org/details/alhelawy07

🔶 **মন্তব্যঃ**

আশুরার দিন (ইসলামী ক্যালেন্ডারের মুহররম মাসের ১০ তারিখ) শিয়া সম্প্রদায়ের বিপরীতে যারা শিয়া বিরোধী বা শিয়া সমর্থক

নয় (এদেরকে এখানে ‘নাওয়াসিব’ বলা হয়েছে), তারা এই দিনে কিছু আচরণ করতো যা শিয়া সম্প্রদায়ের জন্য বিরোধপূর্ণ ছিল।

❑ আশুরার দিনে রোযা রাখা হচ্ছে ইহুদিদের সুন্নত।

আশুরার দিনে রোযা রাখা হচ্ছে ইহুদিদের সুন্নত” — এই উক্তিটি শুনতে বিতর্কিত মনে হলেও, এর পেছনে একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা রয়েছে, যা হাদীসের নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত। সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) হিজরতের পর মদিনায় আগমন করেন, তখন দেখতে পান

যে ইহুদিরা ১০ মহররম, অর্থাৎ আশুরার দিন রোযা রাখছে। তাঁরা বলেন, এ দিনটি হচ্ছে যেদিন আল্লাহ তাআলা মূসা (আ.) ও তাঁর জাতিকে ফিরআউনের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তাই তারা কৃতজ্ঞতা স্বরুপ রোযা রাখে।

রাসূল (সা.) বলেন, "আমরা মূসার সাথে ইহুদিদের চাইতে অধিক হকদার।" অতঃপর তিনি নিজেও রোযা রাখলেন এবং মুসলমানদেরকে রোযা রাখার আদেশ দিলেন (সহীহ মুসলিম ১১৩০)।

এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে আশুরার রোযা প্রাথমিকভাবে ইহুদিদের মাঝে প্রচলিত

ছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) সেই প্রথাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করে বরং তাতে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও তাওহীদের চেতনা যুক্ত করে তা গ্রহণ করেছেন। তাই কেউ যদি বলেন, "আশুরার দিনে রোযা রাখা হচ্ছে ইহুদিদের সুন্নত", তাহলে তা পুরোপুরি মিথ্যা বলা যাবে না; বরং এটি ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে আশুরার রোযা ইহুদিদের মধ্যেই আগে থেকে প্রচলিত ছিল এবং রাসূল (সা.) সেটি গ্রহণ করে ইসলামের অংশ করেছেন — যেমনটি অন্য অনেক প্রথার ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

▪সহীহ বুখারী (তাঃপাঃ) হাদীসঃ২০০৪

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাদীনায় আগমন করে দেখতে পেলেন যে, ইয়াহুদীগণ ‘আশুরার দিনে সওম পালন করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ কি ব্যাপার? (তোমরা এ দিনে সওম পালন কর কেন?) তারা বলল, এ অতি উত্তম দিন, এ দিনে আল্লাহ তা’আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর কবল হতে নাজাত দান করেন, ফলে এ দিনে মূসা

(আ) সওম পালন করেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমি তোমাদের অপেক্ষা মূসার অধিক নিকটবর্তী, এরপর তিনি এ দিনে সওম পালন করেন এবং সওম পালনের নির্দেশ দেন।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

▪সহিহ বুখারী, হাদিসঃ২০০৫।

. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصُومُوهُ أَنْتُمْ

আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, ‘আশূরার দিনকে ইয়াহুদীগণ ‘ঈদ (উৎসবের দিন) মনে করত। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (সাহাবীগণকে) বললেনঃ তোমরাও এ দিনের সওম পালন কর।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

◆ **মন্তব্যঃ**

রসুল (সাঃ) এও বলেছেন যে ইহুদি, খ্রিষ্টানদের অনুসরণ না করতে, প্রশ্ন একটা থেকে যায় প্রশ্নটি হচ্ছে রসুল (সাঃ) ইহুদিদের একবার অনুসরণ করতে বললেন আবার না করলেন এটা কেমন কথা.........

■সনান নাদায়ী হাদীসঃ৫০৭৩।

أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ»

ইব্‌ন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ দাড়ি-চুলের শুভ্রতাকে পরিবর্তন কর, আর ইয়াহূদের অনুকরণ করো না।

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

⬇️

https://sunnah.com/nasai:5073

■মিশকাতুল মাসাবীহ হাদিসঃ৪৪৫৫।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تشبَّهوا باليهودِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা (খিযাব দ্বারা) বার্ধক্যকে পরিবর্তন করে দাও এবং ইয়াহূদীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করো না (অর্থাৎ- তারা দাড়ি চুলে খিযাব ব্যবহার করে না)। (তিরমিযী)[1]

◆**মন্তব্যঃ**

আমরা প্রথমে দেখলাম যে রসুল (সাঃ)আশুরার রোজা পালন করার জোর

দিচ্ছে কেননা আশূরার দিনকে ইয়াহুদীগণ 'ঈদ (উৎসবের দিন) মনে করত তাই ।

যাইহোক এই কথার যদি সমাধান খুঁজি তাহলে আরেকটা হাদীসের মতন দেখে নেওয়া যাক :

⬇️

■সহীহ মুসলিম (হাঃএকাঃ) হাদিসঃ২৫৩৮

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ دَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ادْنُ إِلَى الْغَدَاءِ ‏.‏ فَقَالَ أَوَلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ قَالَ وَهَلْ تَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرِكَ ‏.‏ وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ تَرَكَهُ.

‘আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি বলেন, আশ’আস ইবনু ক্বায়স (রাঃ) ‘আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকট গেলেন। তখন তিনি দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, হে আবূ মুহাম্মাদ! তুমি খাওয়ার জন্য কাছে এসো। তিনি বললেন, আজ কি ‘আশূরার দিন নয়? তিনি বললেন, তুমি কি জান ‘আশূরা দিন কী? আশ’আস (রাঃ) বললেন, সে আবার কী? তিনি বললেন, রমাযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে এ দিন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিয়াম পালন করতেন। যখন রমাযানের সিয়াম ফরয হ’ল তখন তা ছেড়ে দেয়া হ’ল।

রাবী আবূ কুরায়ব (রাঃ) (আরবী) এর স্থলে (আরবী) বলেছেন। (ই.ফা. ২৫১৫, ই.সে. ২৫১৪)

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

🔶**মন্তব্যঃ**

এই হাদীস থেকে বুঝতে পারলাম রমাযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে এ দিন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সিয়াম পালন করতেন। যখন রমাযানের সিয়াম ফরয হ’ল তখন তা ছেড়ে দেয়া হ’ল।

আসুন তাহলে আরো কিছু দলিল দেখি:

⬇️

▪সহিহ মুসলিম,(হাঃএকাঃ) হাদিসঃ ২৫৩৯।

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالاَ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ

আ’মাশ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

এ সানাদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁরা বলেছেন, (আরবী) “যখন রমাযানের বিধান নাযিল হ’ল তখন তা ছেড়ে দেয়া হয়।” (ই.ফা. ২৫১৬, ই.সে. ২৫১৫)

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

⬇️

https://sunnah.com/muslim:1127b

▪সহিহ মুসলিম,(হাঃএকাঃ) হাদিসঃ ২৫৪০।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ، أَنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ، دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ادْنُ فَكُلْ . قَالَ إِنِّي صَائِمٌ . قَالَ كُنَّا نَصُومُهُ ثُمَّ تُرِكَ.

ক্বায়স ইবনু সাকান থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, ‘আশূরার দিন আশ’আস ইবনু ক্বায়স (রাঃ) ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) – এর কাছে এলেন। এ সময় তিনি আহার করছিলেন। তিনি আশ’আসকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবূ মুহাম্মাদ! নিকটে এসো, খানা খাও। তিনি বললেন, আমি তো সওম

পালন করছি। এ কথা শুনে ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, আমরা এ সওম পালন করতাম। পরে তা ছেড়ে দেয়া হয়েছে। (ই.ফা. ২৫১৭,ই.সে. ২৫১৬)

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

⬇️

https://sunnah.com/muslim:1127c

▪️সহিহ মুসলিম,(হাঃএকাঃ) হাদিসঃ২৫৪১।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ دَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَأْكُلُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْيَوْمَ

يَوْمُ عَاشُورَاءَ . فَقَالَ قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَإِنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطْعَمْ.

‘আলক্বামাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আশ’আস ইবনু ক্বায়স (রহঃ) ইবনু মাস’ঊদ (রাঃ)-এর নিকট গেলেন। সেটা ‘আশূরার দিন ছিল। তখন তিনি খানা খাচ্ছিলেন। এ দেখে আশ’আস (রহঃ) বললেন, হে ‘আবদুর রহমানের পিতা! আজ তো ‘আশূরার দিন। তিনি বললেন, রমাযানের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে এ দিনে সিয়াম পালন করা হতো। কিন্তু রমাযানের সিয়াম ফরয হলে এ দিনের সিয়াম পালন ছেড়ে দেয়া হয়। এখন তুমি যদি সওম না রেখে থাক তবে খাও। (ই.ফা. ২৫১৮,ই.সে. ২৫১৭)

হাদিসের মান: সহিহ হাদিস

⬇️

https://sunnah.com/muslim:1127d

كنز العمّال

في سنن الأقوال والأفعال

للعلّامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي
البرهان فوري المتوفى سنة ٩٧٥

الجزء الأول

ضبطه وفسر غريبه
الشيخ بكري حياني

صححه ووضع فهارسه ومفتاحه
الشيخ صفوة السقا

مؤسسة الرسالة

١١٢٤ ـ يجيء قومٌ يُميتون السنَّةَ ويوغلون في الدين فعلى أولئك لعنةُ اللهِ ولعنةُ اللاعنين والملائكةِ والناسِ أجمعين . (الديلمي عن أبي هريرة) .

١١٢٥ ـ أهلُ البِدَعْ . كلابُ أهلِ النار . (قط في الافراد عن أبي أمامة) .

١١٢٦ ـ أهلُ البدع شرُ الخلقِ والخَليقة . (حل وابن عساكر عن أنس) .

١١٢٧ ـ إنك وشيعتكَ في الجنةِ وسيأتي قومٌ لهم نَبَزٌ (١) يقالُ لهم الرافِضة فاذا لقيتموهم فاقتلوهم فانهم مشركون . (حل عن علي) .

١١٢٨ ـ يكونُ قومٌ في آخرِ الزمان يُسمون الرافضة يرفُضون الإسلامَ ويلفظونَه فاقتلوهم فانهم مشركون . (عبد بن حميد طب عن ابن عباس) .

١١٢٩ ـ ما تقولون في قومٍ تدخُل قادتُهم الجنةَ وأتباعهم النارَ قالوا يا رسول الله وإن عمِلوا بمثل أعمالهم قال وإن عَمِلوا بمثل أعمالهم يدخلُ هؤلاء بما سبق لهم الجنة ويدخل هؤلاء بما أحدثوا النار . (سمويه عن جندب البجلي) .

---

(١) نبز : أي لقب . ا هـ المختار .

السنة

للإمام أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي

(٢٠٢ ـ ٢٩٤هـ)

حققه وخرج أحاديثه وآثاره وعلق عليه

الدكتور عبد الله بن محمد البصيري

عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية

بالمدينة المنورة

دار العاصمة

للنشر والتوزيع

سعيد بن سنان الحمصي قال: حدّثني أبوالزاهرية[١] عن أبي شجرة كثير بن مرة عن عبدالله بن عمر: أنه كان يقول: خير الدين دين محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، اتبعوا ولا تبتدعوا، فإنّكم لن تضلوا ما اتبعتم الأثر، إن تتبعونا فقد سبقناكم سبقاً بعيداً، وإن تخالفونا فقد ضللتم ضلالاً كبيراً، ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله عنهم سنة هدى، ثم لا تعود فيهم أبداً، ولأن أرى في ناحية المسجد ناراً تشتعل فيه احتراقاً أحب إليّ من أن أرى بدعة ليس فيه لها مغير[٢].

[٨٣] حدّثنا إسحاق (انبا) وكيع عن هشام بن الغاز أنه سمع نافعاً يقول: قال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإنْ رآها الناس حسناً[٣].

[٨٤] حدّثنا محمد بن يحيى (انبا) أبو حذيفة[٤] (ثنا) سفيان عن ابن طاووس[٥] عن أبيه قال: قال ابن عباس: عليكم

---

(١) أبو الزاهرية: حدير ـ مصغراً ـ الحضرمي الحمصي (تقريب ٦٥).

(٢) ضعيف جداً. فيه سعيد بن سنان الحمصي أبومهدي، متروك، راجع ترجمته في الميزان٢/ ١٤٣.

(٣) صحيح. رجاله ثقات، رواه ابن بطة ١/ ٣٣٩ واللالكائي ١/ ٩٢ والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى رقم (١٩١).

(٤) موسىٰ بن مسعود النهدي ـ بفتح النون ـ أبو حذيفة البصري، مات سنة ٢٢٠ أو بعدها (تهذيب التهذيب ١٠/ ٣٧٠ تقريب ٣٥٢).

(٥) عبدالله بن طاووس بن كيسان اليماني (تقريب ١٧٧).

البداية والنهاية

الحوادث زمن الفترة ـ السيرة النبوية

السيرة النبوية

من السنة ٢هـ ـ إلى ٩هـ

تأليف

الإمام الحافظ المؤرخ أبي الفداء إسماعيل بن كثير

٧٠١ ـ ٧٧٤هـ

حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه

مأمون محمد سعيد الصاغرجي محمود عبد القادر الأرناؤوط

راجعه

الشيخ عبد القادر الأرناؤوط الدكتور بشار عواد معروف

دار ابن كثير

دمشق ـ بيروت

البداية والنهاية

للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل
ابن عمر بن كثير القرشي الدمشقي
٧٠١ - ٧٧٤ هـ

تحقيق

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

بالتعاون مع
مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية
بدار هجر

الجزء الحادي عشر

هجر
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

جَرِيرٍ وغيرِه مِن الحُفَّاظِ الأئمةِ ذَكَروه ما سُقْتُه ، وأكْثرُه مِن روايةِ أبي مِخْنَفٍ لوطِ ابنِ يحيى ، وقد كان شِيعيًّا ، وهو ضَعيفُ الحديثِ عندَ الأئمةِ ، ولكنه أَخْبارِيٌّ حافظٌ ، عندَه مِن هذه الأشْياءِ ما ليس عندَ غيرِه ، ولهذا يَترامَى عليه كثيرٌ مِن المُصَنِّفِين ممَّن بعدَه . واللَّهُ أعلمُ .

وقد أسْرَف الرافِضةُ فى دولةِ بنى بُوَيْهِ فى حدودِ الأربعِمائةِ وما حولَها ، فكانَتِ الدَّبادِبُ[1] تُضْرَبُ ببَغْدادَ ونحوِها مِن البلادِ فى يومِ عاشوراءَ ، ويُذَرُّ الرَّمادُ والتِّبْنُ فى الطُّرُقاتِ والأسواقِ ، وتُعَلَّقُ المُسوحُ على الدَّكاكِينِ ، ويُظْهِرُ الناسُ الحزنَ والبُكاءَ ، وكثيرٌ منهم لا يَشْرَبُ الماءَ لَيْلَتَئِذٍ مُوافقةً للحسينِ ؛ لأنه قُتِل عَطْشانَ ، [2]ثم تَخْرُجُ النِّساءُ حاسِراتٍ عن وُجوهِهن يَنُحْنَ ويَلْطِمْنَ وُجوهَهن وصُدورَهن ، حافياتٍ فى الأسْواقِ ، إلى غيرِ ذلك[2] مِن البِدَعِ الشَّنِيعةِ ، والأهْواءِ الفَظِيعةِ ، والهَتائِكِ المُخْتَرَعةِ ، وإنما يُريدون بهذا وأشْباهِه أن يُشَنِّعوا على دولةِ بنى أُمَيةَ ؛ لأنه قُتِل فى أيامِهم[3] .

[4]وقد عاكَس الرافضةَ والشِّيعةَ يومَ عاشوراءَ النَّواصِبُ مِن أهلِ الشامِ ، فكانوا فى يومِ عاشوراءَ يَطْبُخون الحُبوبَ ويَغْتَسِلون ويَتَطَيَّبون ويَلْبَسون أفْخرَ ثِيابِهم ، ويَتَّخِذون ذلك اليومَ عيدًا ، يَصْنَعون فيه أنواعَ الأطْعِمةِ ، ويُظْهِرون السُّرورَ والفَرَحَ ؛ يُرِيدون بذلك عِنادَ الرَّوافضِ ومُعاكَستَهم[4] .

[٦/٢١٣ر] وقد تَأَوَّل عليه مَن قتَله أنه جاء لِيُفَرِّقَ كَلمةَ المسلمين بعدَ

---

(١) الدبادب : جمع الدَّبداب ، وهو الطبل . انظر تاج العروس (د ب ب) .
(٢ - ٢) فى ص : « وهذا كله » .
(٣) فى الأصل ، ٦١ ، م : « دولتهم » .
(٤ - ٤) زيادة من : الأصل ، ٦١ ، م .

বইটির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মুসলিম সমাজে আশুরার দিন সম্পর্কে নানা মত ও ভুল ধারণা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত। অনেকে মনে করেন, এটি শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য বিশেষ কোনো দিন। কিন্তু ইতিহাস ও প্রামাণ্য দলিল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আশুরার দিনে রোজা রাখার প্রথম প্রথা ছিল ইহুদি ও খ্রিস্টানদেোর মধ্যেই প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে ইসলামের জানতের পর পর, রাসুলুল্লাহ (সা.) এই রোজা রাখার প্রথমকে প্রচলন করেন এবং মুসলিমদের জন্যও তা সুন্নাহ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

এই গ্রন্থে কুরআন, হাদিস, ইতিহাস এবং প্রাচীন মুসলিম ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সুত্রের আলোকে প্রমাণ করা হয়েছে— আশুরার দিরে রোজা রাখা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সুন্নাহ, যা পরবর্তীতে মুসলিমদের মধ্যেও প্রচলিত হয়।

এ বইটি তাদের জন্য, যারা কুরআন ও ইতিহাসের আলোকে সত্যকে জানতে চান এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে অনুসরণ করতে আগ্রহী।

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে
সত্যকে জানুন, বিভ্রান্তি নয়।

লেখকঃ
আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী

ISBN 978-984-00-0000-0
9 789840 000000